নিরাপত্তাহীন সংখ্যালঘু

রিপোর্ট করেছেন **জয়ন্ত আচার্য**

ছবি: **আনোয়ার মজুমদার**

এ পরিবারটি আগৈলঝরা থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে রামশীলে এসে আশ্রয় নিয়েছে

বরিশাল জেলার গৌরনদীর প্রত্যন্ত একটি গ্রাম বাহাদুরপুর। অগৈলঝরা থেকে টানা দুই ঘণ্টা নৌকায় চড়ে আমরা পৌঁছলাম বাহাদুরপুর। গ্রামটির চারদিকে বর্ষার পানি পরিপূর্ণ, নীরব পরিবেশ। গ্রামটিতে পঁচানব্বই ভাগ অধিবাসী হিন্দু ধর্মাবলম্বী। পয়লা অক্টোবরের সংসদ নির্বাচনের পর গ্রামটির ওপর তিন দফা আক্রমণ হয়েছে। আক্রমণকারীরা ভেঙে ফেলেছে সুনীল ডাক্তারের বাড়ির নির্মাণাধীন দুর্গা প্রতিমা। দুর্বৃত্তরা ড্রয়ার ভেঙে নিয়ে গেছে টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার। আক্রমণ করেছে মজুমদার বাড়ি। রামদা দিয়ে কুপিয়েছে এ বাড়ি-ঘরের বেড়া। গ্রামের জেঠীমা বলে পরিচিত ৬৮ বছরের বৃদ্ধা আলোকা দেবীকে মারধর করেছে। এক পৈশাচিক আক্রমণ চলছে গ্রামটির ওপর।

এ গ্রামটি বরিশালের গৌরনদী ও আগৈলঝরা নির্বাচনী এলাকায়। বরিশাল ১ আসনের অন্তর্ভুক্ত। বিগত সংসদ নির্বাচনে এ আসনে প্রার্থী ছিলেন আওয়ামী লীগের চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ও চারদলীয় জোটের জহির উদ্দীন স্বপন।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে চীফ হুইপ হাসানাত আবদুল্লাহ এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাসী কার্যক্রম করে। তার সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও বদ মেজাজের কারণে তিনি হয়ে পড়েন জনবিচ্ছিন্ন। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তিনি আওয়ামী লীগের পরীক্ষিত নেতা-কর্মীদের বদলে গুরুত্ব দিয়েছেন বিএনপি ও জাতীয় পার্টি থেকে আসা নব্য আওয়ামী লীগারদের। ফলে নির্বাচনের সময় ত্যাগী আওয়ামী লীগ নেতারা ও সুযোগ সন্ধানী নব্য আওয়ামী লীগাররা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এলাকা হয়ে পড়েছে আওয়ামী নেতা-কর্মী শূন্য। এ সুযোগে চারদলীয় জোটের প্রার্থী জহির উদ্দীন স্বপন নির্বাচনের আগে থেকেই সংখ্যালঘুদের ওপর মানসিক নির্যাতন চালাতে থাকেন। নানা অজুহাতে তাদের হয়রানি করেন। নির্বাচনের আগের রাতে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে তার লোকেরা ব্যাপক বোমাবাজি করেছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর এ নির্বাচনী এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর শুরু হয় আক্রমণ। আওয়ামী লীগের প্রার্থী হাসানাত আবদুল্লাহসহ সব স্তরের নেতারা এলাকা থেকে পলানোর কারণে নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। আগৈলঝরার রাজিহার ইউনিয়নের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা রায়তা, কান্দিরপাড়, চেরগুটিয়া, ভাজান–সব গ্রামের একই চিত্র। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চলছে বাগেরহাট, খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা, বগুড়া, রাজশাহীসহ প্রত্যন্ত জনপদে।

গৌরনদীর বাহাদুরপুর গ্রামের মজুমদার বাড়ি দুর্বৃত্তরা রামদা দিয়ে কুপিয়েছে

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর কেন এই নির্যাতন? এই নির্যাতনের নেপথ্যে রয়েছে নানা কারণ। '৪৭-এ দেশ বিভাগের পর এদেশের ধর্মীয় সংঘ্যালঘু সম্প্রদায় একাট্টা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। বরং বৃহত্তর ঐক্যের ডাক দিয়ে তারা পাকিস্তানে কোটা সিস্টেমের বিরোধিতা করেছে। এদেশের অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল আন্দোলনে তারা রেখেছে অগ্রণী ভূমিকা। ফলে বার বার প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর আক্রমণের শিকার হয়েছে। দেশের অসাম্প্রদায়িক দল বলে দাবিদার আওয়ামী লীগ তাদের ভোট ব্যাংকে পরিণত করেছে। অপরদিকে এই ভোট ব্যাংক ভাঙার জন্য প্রতিপক্ষ নিয়েছে নানা কৌশল। নির্বাচন এলে আওয়ামী লীগ তাদেরকে ভোট ব্যাংক মনে করে। ভোট দিতে যেতে বাধ্য

করে। প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত চায় তারা যেন ভোট দিতে না যায়। নির্বাচনের প্রায় তিন মাস আগে চলে এই স্নায়ুযুদ্ধ। নির্বাচনের পরে জয় ও পরাজয়ের প্রভাবে তাদের ওপর নির্যাতন নেমে আসে। এ নির্যাতনের সময় নীরব থাকে প্রশাসন। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, হিন্দু লীগ, তফসিল ফেডারেশনের মত রাজনৈতিক দলের লেজুড়ভিত্তিক সংগঠনগুলো বিবৃতি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অপরদিকে ধর্ষিত হয় নারীর সম্ভ্রম, মানবতা, সচেতন বিবেক।

সংসদে সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব

বছর	মোট সদস্য	সংখ্যালঘু	শতকরা হার
১৯৫৪	৩০৯	৭২	২৩.৩০
১৯৭০	৩০০	১১	৩.৬৭
১৯৭৩	৩১৫	১৩	৪.১৩
১৯৭৯	৩৩০	৮	২.৪২
১৯৮৬	৩৩০	৭	২.১২
১৯৮৮	৩০০	৪	১.৩৩
১৯৯১	৩৩০	১২	৩.৬৩
১৯৯৬	৩৩০	১৪	৪.২৪
২০০১	৩০০	৪	১.২৫

নির্বাচন : ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভক্তির পর '৫৪ সালে দেশে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদের আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯। এর মধ্যে মুসলিম আসন সংখ্যা ছিল ২৩৭ এবং অমুসলিম আসন সংখ্যা ৭২টি। সংরক্ষিত ৭২টি আসনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী দল কংগ্রেস, ইউনাইটেড প্রগেসিভ পার্টি, তফসিল ফেডারেশন, গণতন্ত্রী দল, কমিউনিস্ট পার্টি। নির্বাচনের পর ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়যুক্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনার দাবিদার ফ্রন্ট সরকারকে শর্তহীন সমর্থন জানায়। এ নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ হিন্দু ও মুসলমান দাঙ্গা বাধাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তবে তারা আদমজী জুট মিলে বাঙালি ও অবাঙালি দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। '৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পরই পৃথক নির্বাচনের পরিবর্তে ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনের জন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে চাপ সৃষ্টি করে।

'৭০ সালের নির্বাচনে এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়। এ নির্বাচনে ১১ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক জয়ী হয়ে আসে। '৭০ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের ওপর নেমে আসে অমানবিক নির্যাতন।

'৭৩-এর সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক প্রাধান্য বিস্তার করে। পরের সামরিক শাসকদের অধীনে নির্বাচনগুলোর ফলাফল জনগণ আগেই আঁচ করতে পারে। ফলে নির্বাচনের উত্তেজনা ছিল কম। '৮৯ সালে সামরিক শাসক এরশাদ গণআন্দোলনকে অন্য খাতে প্রবাহিত করতে বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। ঢাকেশ্বরী মন্দিরসহ আক্রান্ত হয় হিন্দুদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও আবাসস্থল। '৯১ সালে দেশে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। এ নির্বাচনে ধর্মের ব্যবহার হয় মাত্রাতিরিক্ত। সব রাজনৈতিক দলই ধর্মীয় স্লোগান নিয়ে মাঠে নেমে পড়ে। নির্বাচনের পর বিভিন্ন এলাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হয়। কোথাও আওয়ামী লীগ হেরে যাওয়ার জন্য, আবার কোথাও বা বিএনপি হেরে যাওয়ার জন্য তাদের ওপর নির্যাতন নেমে আসে।

'৯২ সালে আবারও বাবরি মসজিদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অমানবিক নির্যাতন নেমে আসে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর। '৯৬-র নির্বাচনের পর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা কম ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান লতিফুর রহমানের অধীনে পয়লা অক্টোবরের সংসদ নির্বাচনের পর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন অতীতকে হার মানিয়েছে। প্রতিদিন আসছে লোমহর্ষক নির্যাতনের খবর। এ নির্যাতন বন্ধের জন্য আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়নি। অথচ তাদের ভোট দেয়ার কারণে প্রতিপক্ষের দ্বারা এ নির্যাতন নেমে এসেছে। বিএনপির নেতা-কর্মীরা আন্তরিক নয় নির্যাতন প্রতিরোধে। তারা ব্যস্ত সরকারের পদ লাভে, দখলের অংশীদার হতে। ফলে দেশের প্রায় দেড় কোটি ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে।

ডেট লাইন : ১১ অক্টোবর

গোপালগঞ্জ শহর থেকে একটি নতুন রাস্তা

বাহাদুরপুরের সুনীল ডাক্তারের বাড়ির নির্মাণাধীন দূর্গা প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। অসহায় বিশ্বাস বাড়ির লোকেরা

চলে গেছে কোটালীপাড়ায়। এ রাস্তার দিয়েই বাসে চড়ে আমরা পৌঁছলাম পয়সারহাট। পয়সারহাট থেকে এক কিলোমিটার সামনে ত্রিমোহনী নদী। ডিঙ্গি নৌকায় এ নদী পার হতেই রামশীল ইউনিয়ন। রামশীল বাজারে কয়েকশ' নারী ও পুরুষ অবস্থান করছে। তারা এসেছে গৌরনদী, অগৈলঝরা, পটুয়াখালী, বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। এরা প্রায় সবাই ধর্মীয় সংখ্যালঘু। রয়েছেন আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মী। নির্বাচনের পর নির্যাতিত হয়ে এরা ভিটামাটি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে রামশীল। নিরাপত্তার জন্য। তাদের নিরাপত্তার জন্য বসেছে পুলিশ ক্যাম্প। পুলিশ সকালে মাইকিং করেছে তাদের এলাকায় পৌঁছে দেবার। অনেকেই পুলিশের ভয়ে রামশীল ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। এলাকাবাসী জানিয়েছে, প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ ভয়ে চারদিকের জেলাগুলো থেকে এসে কোটালীপাড়ার সোলদর, চলবল, মুশরিয়া, রামশীল, রামানন্দবাগ, কোদালদাহে আশ্রয় নিয়েছে। অগৈলঝরার ধানডোপ গ্রামের গৌরনদীতে আশ্রয় নিয়েছে সপরিবারে রামশীল। তিনি ২০০০কে বলেন, নির্বাচনের আগেই আমরা ভয়ে ছিলাম। নির্বাচনের পরের দিন কিছু লোক এসে এলাকায় ৪০/৫০টি হিন্দু বাড়ি আক্রমণ ও লুটপাট করে। নৌকায় ভোট দিয়েছি বলে গালাগালি করে। রাতে আমি পরিবার নিয়ে পালিয়ে আসি। বাড়িতে শুধু আমি আমার মাকে রেখে এসেছি। জানি না আমরা মা কেমন আছেন! তিনি কি খাচ্ছেন! রামশীলে একই গ্রামের বিপুলচন্দ্র হালদার আশ্রয় নিয়েছে। তিনি বলেন, জামাল সর্দারের গ্রুপ নির্বাচনের পরের দিন আমাদের আক্রমণ করে। ভয়ে আমার পালিয়ে এসেছি। রামশীলের প্রতিটি বাড়িতে ২/৩টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক তাদের ফিরিয়ে নেয়ার উদ্যোগ নিয়েও সফল হচ্ছেন না। কারণ আশ্রয় গ্রহণকারীরা এলাকায় ফিরে যেতে নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছে।

গৌরনদী হয়ে বাহাদুর গ্রামে পৌঁছেই মনে হল নির্জন জনপদ। গ্রামটিতে ৯৫ ভাগই ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। নির্বাচনের আগে ও পরে তারা গ্রাম ছেড়েছে। নির্বাচনের পর তিন দফা গ্রামটি আক্রান্ত হয়েছে। গ্রামের বাজারের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দোকানগুলো লুট করা হয়েছে। বাজারে গিয়ে দেখা গেল অধিকাংশ দোকানই বন্ধ। বাজারে লুট হয়েছে নরেন বিশ্বাসের মুদি দোকান, রঞ্জিত ভক্তের ডিসপেনসারি। বাজারের ব্যবসায়ী জব্বার আলী ২০০০কে বলেন, নির্বাচনের রাতে হঠাৎ করে কিছু লোক এসে বাজারের হিন্দুদের দোকান আক্রমণ করে। তারা অস্ত্র নিয়ে এসে দোকানগুলো লুটপাট করেছে। এরা কারা? এ প্রশ্নের জবাবে জব্বার আলী বলেন, এরা এলাকার লোক। সুযোগ বুঝে এরা লুটপাট করেছে।

এ গ্রামের অধিকাংশ বাড়িই আক্রান্ত হয়েছে। গ্রামে বিরাজ করছে থমথমে পরিবেশ। সুনীল ডাক্তারের বাড়ির বাবুল নাথ বলেন, সুনীল ডাক্তারের পরিবার থাকেন চট্টগ্রাম। দুর্গাপূজার সময় তারা আসেন। এ বাড়িতে দুর্গাপূজায় খুবই ধুমধাম হয়। এ বছর এ বাড়িতে আর পূজা করবো না। কোদালদোহা গ্রামের অধিকাংশ

অনশনরত ছাত্রদের মাঝে শেখ হাসিনা

সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দাবিতে অনশন

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। বেদিতে শুয়ে আছে কয়েকজন তরুণ। তাদের ওপর ঝুলছে কয়েকটি স্যালাইনের ব্যাগ। বেশকিছু পুরুষ-মহিলার সমাগম। চোখে-মুখে ক্লান্তি। বিষাদের ছাপ। সবাই প্রতিবাদকারী।

দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, ধর্ষণ, লুটতরাজকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে ১২ তারিখ থেকে বাংলাদেশ সচেতন ছাত্রসমাজ আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরু করেছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণের শিকারে আহত জনও। রয়েছে ধর্ষণের ভয়ে পালিয়ে আশা গৃহবধূ।

অনশন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে প্রতিদিন স্যালাইন দিতে হচ্ছে ৮/১০ জনকে। কিন্তু এ পর্যন্ত তাদের অনশন ভাঙাতে কেউ আসেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কর্মসূচিটি নেয়া হলেও অনশন ভাঙাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সচেতন ছাত্রসমাজের উপদেষ্টা সুশান্ত সরকার শান্ত ২০০০কে তাদের দাবি তুলে ধরে বলেন, এদেশেরই একটি স্বার্থান্বেষী মহল চাচ্ছে দেশে অবস্থানরত সংখ্যালঘুরা দেশ ছেড়ে চলে যাক। তাই তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার শুরু করেছে। তিনি অবিলম্বে স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে সেনাবাহিনী নিয়োগের দাবি করেন।

অনশন কর্মসূচিতে অংশ নিতে আসা ইঞ্জিনিয়ার মদন মোহন রায় বরিশালের গৌরনদী থানার বিল্লুগ্রাম নিবাসী। শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়ে তিনি এখন ঢাকায় পরিবার নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। মদন মোহন জানান, বিল্লুগ্রামে দেড়শ'টি হিন্দু পরিবার রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় শুরু থেকেই এই দেড়শ'টি পরিবারের ওপর নির্যাতনের খড়্গ নেমে এসেছে। সেখানকার বিএনপি'র সন্ত্রাসী জামাল-কামাল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার প্রথম দিন থেকেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। পরিবারগুলোর অধিকাংশই পান চাষী। জামাল-কামাল গ্রুপ এদের ওপর চাঁদা ধার্য করে। চাঁদা না দিলে ঘর থেকে না বেরুনোর হুমকি দেয়া হয়। গ্রামের বেশ কয়েকটি পুকুর থেকে জোর করে মাছ ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রামবাসী স্থানীয় টিএনওকে বিষয়টি বারবার জানালেও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। এমনকি কেস নিতেও অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, নির্বাচনের দিন এই গ্রামের পরিবারগুলো ভোট দিতে রওনা হলে স্থানীয় কর্মী দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এদের অনেকেই শারীরিক লাঞ্ছনারও শিকার হয়। নির্বাচনের পরদিন মদন মোহন সপরিবারে গ্রাম ছেড়ে পালাতে গেলে বিএনপি কর্মীদের হামলার শিকার হন। অনেকটা ভাগ্যগুণে বর্বরদের পৈশাচিক নির্যাতন থেকে বেঁচে যান মদন মোহনের স্ত্রী।

শুধু মদন মোহন নয়, কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত অধিকাংশেরই একই অভিযোগ– দলে দলে লোকজন পালাচ্ছে। প্রাণ আর সম্ভ্রম রক্ষায় তারা বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিচ্ছে। অনেকেই ছুটছে ঢাকার দিকে।

নোমান মোহাম্মদ

বাড়ি লোকশূন্য। কয়েকটি বাড়িতে লুটপাট করা হয়েছে। ১২ অক্টোবর বাড়িতে পৌঁছলে এক বৃদ্ধা কেঁদে ফেলেন। তিনি বলেন, আমাদের কি অপরাধ! আমরা বার বার মার খাচ্ছি। ছেলেরা বাড়িতে থাকতে পারে না। মেয়েদের নিয়ে খুব চিন্তায় থাকি। চাঁদশী গ্রামে কয়েকজন মেয়ের ওপর নির্যাতন হয়েছে বলে স্থানীয় অধিবাসীরা জানিয়েছে।

দুর্বৃত্তরা ড্রয়ার ভেঙ্গে নিয়ে গেছে অর্থ, অলংকার। ধ্বংস করেছে আবাসস্থল। নির্বিকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

শিবপুর গ্রামেও চলেছে নির্যাতন। এ গ্রামের সুখরঞ্জিত মজুমদার বলেন, তাকে নির্বাচনের পরের দিন বেদম প্রহার করে গ্রামের লুৎফর ও বাহাদুরের নেতৃত্বে একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ। অস্ত্রের মুখে তারা কাগজে বাড়ির দলিল স্বাক্ষর করে নেয়। এলাকায় কোন বিএনপি নেতা নেই। পান বিক্রেতা থেকে শুরু করে এলাকার বখাটে যুবক সবাই নেতা-কর্মী সেজেছে। ফলে সকল স্তরের সুযোগ সন্ধানীরা নিতে চাচ্ছে সুযোগ।

সংখ্যালঘুর ওপর নির্যাতন চলছে বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে। জাল দিয়ে সংখ্যালঘুদের ঘেরগুলোর মাছ তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঘেরে বিষ দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। কুমিল্লা, সন্দ্বীপ, রাজশাহীতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চলছে অমানবিক নির্যাতন। সন্দ্বীপে সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে বন্ডসই নিয়ে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ভাঙ্গায় মায়ের সামনে মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে। অসহায় বাবা এখন বাড়ি ছেড়ে সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। খুলনা শহরে সংখ্যালঘুরা দারুণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

গড়ে উঠুক প্রতিরোধ

সারা দেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চলছে নির্যাতন। নীরব থেকেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশাসন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদ বলেছেন, পত্রিকাগুলোয় অতিরঞ্জিত করে লেখা হচ্ছে। সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তার পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ নিয়েছেন ব্যবস্থা গ্রহণের। তিনি চলে গেছেন ওমরাহ্ করতে। তার পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। প্রতিদিনই আসছে নির্যাতনের খবর। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা দিচ্ছেন দায়িত্বহীনতার পরিচয়। তাকে ও তার দলকে ভোট দেয়ার অপরাধে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর এ নির্যাতনে তিনি নীরব দর্শক। তার দলীয় নেতা-কর্মী পালাচ্ছে। কেউবা দেশ ছাড়ছে।

গত ১২ অক্টোবর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিরা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কর্মকাণ্ডে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দকে স্বতন্ত্র সংগঠন হিসেবে দাঁড় না করানোর জন্য কেন্দ্রীয় নেতাদের দোষারোপ করেন। আওয়ামী লীগের লেজুড়ভিত্তিকতার অভিযোগ তোলেন। সম্মেলনে লক্ষ্মীপুরের জওয়াল ভৌমিক বলেন, আওয়ামী লীগ মনে করে হিন্দুরা এদেশ থেকে চলে গেলে আমরা ওদের জমি পাব। থাকলে ভোট পাব। বিএনপি মনে করে ওরা চলে গেলেই ভালো। তাহলে আওয়ামী লীগের ভোট কমবে। আমরা তো নিজেরা কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছি না। আমাদের শক্ত হয়ে এদেশে দাঁড়াতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করে জাতীয় পূজা উদ্‌যাপন কমিটির উপদেষ্টা ললিত মোহন নাথ বলেন, এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এখন নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে। নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিজেদেরই গড়ে তুলতে হবে। প্রতিরোধ সশস্ত্র আবার শান্তিপূর্ণ যে কোনো প্রকার হতে পারে। এদেশে আমাদের ভিতকে শক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী ২০০০কে বলেন, আগামী দিনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক নিরপেক্ষ একটি সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। এ সংগঠন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রাম করবে। তবে সংগঠনটি হবে মুক্তিযুদ্ধ ও ৭২ সংবিধানের আলোকে। আমাদের অর্জন ৫২, ৫৪, ৬৯, ৭১ অস্বীকার করার উপায় নেই। পৃথক সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পৃথক নির্বাচনের অর্থ হচ্ছে জাতিকে বিভক্ত করে দেয়া। এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে সারা পাকিস্তান আমলে আমরা সংগ্রাম করেছি। তবে আমরা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সংখ্যা অনুপাতে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে মনোনয়ন দাবি করেছি। পৃথক নির্বাচন আমরা মেনে নেবো না।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নিম চন্দ্র ভৌমিক ২০০০কে বলেন, আমরা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছি। আমাদের এখন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কেন আওয়ামী লীগের লেজুড়ভিত্তিকতা করেছে? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, লেজুড় ভিত্তিকতা নয়। আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে সমর্থন করেছি। অন্য দল কি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নয়? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তা বলছি না। আওয়ামী লীগ এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের প্রধান দল। বামপন্থি দলগুলোর কোনো শক্তি নেই। বাকি দলগুলোর তো চরিত্রগত অবস্থান নেই। তবে এখন থেকে আমাদেরই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। অব্যাহত হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ এবারের দুর্গাপূজা অনাড়ম্বর করে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে উৎসবকে প্রতিবাদে পরিণত করার।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর এ নির্যাতন অমানবিক ও সংবিধান বিরোধী বলে আখ্যায়িত করে ব্যারিস্টার ওমর সাদাত সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সবারই নিজ পছন্দমত দল ও প্রার্থীকে ভোট দেয়ার অধিকার রয়েছে। ভোটের আগে ও পরে তাদের ওপর নির্যাতন সংবিধান পরিপন্থী। সংবিধান অনুযায়ী সরকার দেশের সব মানুষের জান ও মালের নিশ্চয়তা বিধান করতে বাধ্য।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধের দাবিতে বাঙালির মিলন তীর্থ শহীদ মিনারে সচেতন ছাত্র সমাজের ব্যানারে আমরণ অনশন চলছে। এই অনশনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করছে সমাজের সচেতন বিবেকমান মানুষ।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য সংখ্যালঘুদের ওপর এমন অত্যাচার কোনো সুস্থ মানুষের কাছেই কাম্য নয়। আর তাদের নিয়ে রাজনীতিবিদদের অসুস্থ টানাটানি মানুষ ঘৃনার চোখে দেখছে। আসলে সংখ্যালঘুদের ওপর এই অত্যাচার পক্ষান্তরে দুর্বলের ওপর অত্যাচার। এখানে কোনো আদর্শ নেই। নেই রাজনৈতিক মতাদর্শ। নেপথ্যে আছে বাড়ি-জমি-সম্পত্তি আর সম্পদ দখলের ইচ্ছা। এ জন্যই নির্বাচনের অজুহাতে হচ্ছে এই ঘটনা।